সামিটের দ্বিতীয় এফএসআরইউ-সম্পর্কে বিবৃতি

বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ নিরাপত্তা অর্জনে সামিট নিরন্তরভাবে কাজ করে চলেছে। সেই প্রেক্ষিতে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হলো এলএনজি সংরক্ষণে অবকাঠামো তৈরী, যা অবশ্যই মাইনাস ১৬২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এলএনজি সংরক্ষণ করতে পারবে এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসকে পুনরায় গ্যাসিকরণের ক্ষমতা থাকবে। অফশোর ফ্লোটিং স্টোরেজ রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) হলো সবচেয়ে সক্ষম, সুলভমূল্যে এবং দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সংরক্ষণ অবকাঠামো সমাধান। ইউরোপ সফলভাবে এই স্টোরেজ বাস্তবায়ন করেছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, এবং সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়ান গ্যাস সরবরাহ হ্রাসের নেতিবাচক প্রভাবগুলো দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

প্রায় ১৭০,০০০ কিউবিক মিটার এলএনজি (তরল প্রাকৃতিক গ্যাস) সংরক্ষণ করার জন্য আনুমানিক ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (টাকা ৫,৬০০ কোটি) বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে যার মধ্যে আছে গভীর সমুদ্রে জাহাজ পরিচালনা এবং STS (শিপ-টু-শিপ) LNG স্থানান্তরের সক্ষমতা। এর অবস্থানটি হবে মহেশখালী দ্বীপ থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার গভীর সমুদ্রে, বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যা বাংলাদেশ জাতিসংঘ আইনের অধীনে গঠিত রায়ের মাধ্যমে অর্জন করেছে। আমরা সমুদ্রের তলদেশে ৫ মিটার গভীরতায় ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের একটি আনুমানিক ৫ কিলোমিটার সাবসি পাইপলাইন স্থাপন করবে। এই পাইপলাইনগুলি এফএসআরইউ-এর সাথে বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিড অর্থাৎ দেশের গ্যাস ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হবে। এফএসআরইউ কমপক্ষে ৬০০ এমএমসিএফডি (মিলিয়ন ঘনফুট প্রতি দিন) গ্যাস সরবরাহ করবে, যা ৮০০ এমএমসিএফডি -পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

আমরা বর্তমানে এইরকম একটি এফএসআরইউ প্রকল্পে কাজ করছি এবং বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছি। নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সামিট সর্বদা বাংলাদেশের দ্রুততম এবং সবচেয়ে টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারকে সহায়তা যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।